শিশু সুরক্ষা নীতিমালা-২০১৮

উদয়াঙ্কুরসেবা সংস্থা (ইউএসএস)
জোড়দরগা, নীলফামারী
Email: uss.nilphamari@gmail.com
Website: www.ussnilphamaribd.org
Cell: 01712-878300

০১ এপ্রিল-২০১৮ হতে এই সংশোধিত নীতিমালা কার্যকর হবে।

ভূমিকা:

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মর্যাদা এবং জাতিসংঘ নীতিমালা ও ঘোষণা অনুযায়ী সমঅধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও বিশ্ব শান্তির ভিত্তি । উল্লেখিত বিষয়কে বিবেচনায় রেখে জাতিসংঘ সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশ উক্ত সনদে বর্নিত মৌলিক মানবাধিকার এবং মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছে । ইউএসএস অনুরূপভাবে বিশ্বাস করে যে, এমন একটি সমাজ বিনির্মান করা যেখানে প্রতিটি মানুষ সমসুবিধা পাবে এবং মর্যদা নিয়ে সমাজে বসবাস করবে । এ ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যাতিক্রম হবে না । ইউএসএস আরও বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি শিশু পরিবারে এবং সমাজে তাদের মর্যদা নিয়ে বেড়ে উঠবে এবং কোন ধরণের নির্যাতনের শিকার হবেনা। এই লক্ষ্যে নীতিমালাটি প্রনয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালায় ইউএসএস এর মূল্যবোধ, বিশ্বাস নির্ধারণ করা হয়েছে যা শিশু সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কিভাবে গ্রহণ করা হবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ।

ইউএসএস এর শিশু সুরক্ষা নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা:

ইউএসএস মূলত: মানুষের মানবিক বিকাশ (জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা) কে প্রাধান্য দিয়ে সকল কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রতিটা মানুষের মানবিক বিকাশের বিষয়টি শুরু হয় শিশু থেকে। সেজন্যই সকল মানুষের জন্য সুন্দর সমাজ বিনির্মানে শিশু বিকাশ ও শিশু অধিকারকে ইউএসএস অত্যান্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে থাকে। তাই ইউএসএস এর জন্য শিশু সুরক্ষা নীতিমালা থাকা জরুরী প্রয়োজন।

শিশু সুরক্ষা নীতিমালার লক্ষ্য:

- ইউএসএস এর সাথে সম্পৃক্ত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুর উন্নয়ন ।

শিশু সুরক্ষা নীতিমালার উদ্দেশ্য:

- নীতিমালায় উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রতিপালনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে কর্মএলাকায় শিশু বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা ।
- উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ইউএসএস শিশুর কল্যাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং শিশুর প্রতি নির্যাতন / হয়রানি রোধে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে ।

শিশু সুরক্ষায় ইউএসএস এর বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি সমুহ:

- সকল ধরনের শিশু অধিকার লঙ্ঘনই হলো নির্যাতনের মূল কারণ ।
- প্রতিটি শিশুর শোষণ ও বঞ্চনা এবং অপব্যবহার থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে ।
- শিশুর প্রতি নির্যাতন ও শোষণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ।
- শিশু অধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে ইউএসএস বদ্ধপরিকর ।
- শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরী ও ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ।
- কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শিশু সুরক্ষার মানদন্ড বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দেয়া ।

শিশু সুরক্ষা নীতিমালার পরিধি ঃ

ইউএসএস এর সকল সদস্য, ব্যবস্থাপক, কর্মী, সহযোগি সংগঠনের সদস্যগণ এই নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।এই নীতিমালা লঙ্ঘনের দায়ে যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের রয়েছে । এই নীতিমালা একটি বৈশ্বিক মানদন্ড অনুসরণ করে। ইউএসএস এর সকল পর্যায়ের কর্মী এবং সহযোগি সংগঠনের জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে । চাহিদা অনুযায়ী ইউএসএস এই নীতিমালা সংশোধন করতে পারবে । সকল পর্যায়ের কর্মীকে এই নীতিমালায় স্বাক্ষর করতে হবে ।

শিশু সুরক্ষা নীতিমালার পথনির্দেশক:

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (ইউএনসিআরসি) নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে এই নীতিমালা বাস্তবয়নের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে ।

- ইউএসএস শিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে সহ্য মাত্রা শূন্য (ZeroTolerance)।
- প্রত্যেক শিশুর নির্যাতন ও শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে ।
- শিশুর সার্বোত্তম স্বার্থকে বিবেচনায় রাখা (বেঁচে থাকা ও বিকাশ)।
- শিশুর অংশগ্রহণ ও মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা ।
- শিশু সুরক্ষায় সম্মিলিত এবং যৌথ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা ।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবহার/ প্রবর্তন করা ।
- শিশুর সামর্থ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব তৈরী করা ।
- ইউএসএস এর নিয়োগ প্রক্রিয়া, চুক্তি ও সকল কার্যক্রমে এই নীতিমালা অনুসরণ করা ।

ইউএসএস নিম্মোক্ত কর্মকৌশল এর মাধ্যমে শিশু সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাদ্ধ;

ওরিয়েন্টশন: সকল পর্যায়ে কর্মীকে কাজে যোগদান এর সাথে সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে একদিনের একটি ওরিয়েন্টশন করাতে হবে। এই ওরিয়েন্টশন এর মাধ্যমে কর্মীগণ শিশু সুরক্ষায় করনীয় নির্ধারন করার যোগ্যতা তৈরী হয় এবং তারা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে অবদান রাখতে পারবে।

প্রতিরোধ ঃ শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কর্মীগণ করনীয় সম্পর্কে কমিউনিটি এবং অংশীজনদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারবে এবং শিশু সুরক্ষায় যে সকল সফল উদ্যোগ রয়েছে যেগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করার ব্যবস্থা থাকবে ।

প্রতিবেদন: ইউএসএস এ কর্মরত কর্মী, শিশু এবং কমিউনিটির অগ্রগামি সদস্যগণ শিশু নির্যাতন/ দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রক্রিয়া ও সাড়া প্রদান প্রবাহ সম্পর্কে জানবে এবং তারা নির্যাতনের ঘটনায় সাড়া প্রদানের কৌশল সম্পর্কে ধারণা রাখবে।

সাড়া প্রদান: শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে তার একটি সাড়া প্রদান প্রবাহ বিদ্যমান থাকবে । উপরোক্ত বিষয়ে ইউএসএস যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাহলো;

- শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষনিকভাবে তার জন্য সাড়া প্রদান করা ।
- নির্যাতনের যে কোন ইস্যুকে সুচিন্তিতভাবে গ্রহণ করা এবং এই বিষয়ে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা ।

- যদি কোন নির্যাতনের ঘটনায় তদন্তের প্রয়োজনস হয় তাহলে যথাযথভাবে তা তদন্ত করার ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা
- শিশুর যে কোন অভিযোগ গুরুত্বসহকারে শুনতে হবে এবং তার মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে ।
- ইউএসএস এর সহযোগি সংগঠন, অভিভাবক এবং দায়িত্বরত যে কোন ব্যক্তিবর্গ শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

কর্মীদের চাকুরী বিধিতে শিশু সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে কোড অফ কন্ডাক্ট এ শিশু সুরক্ষা বিষয়ে যা রয়েছে ;

- ❖ খেয়াল রাখবেন যে মানবিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত কর্মচারী কর্তৃক শিশুর যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন একটি গুরুতর অসদাচরন যার ফলে চাকুরিচ্যুতিও ঘটতে পারে।
- ❖ প্রাপ্ত বয়স্ক বা সম্মতি বয়স স্থানীয়ভাবে যাই হোক না কেন কখনই শিশু / শিশুদের সাথে কোন প্রকার যৌন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হবেন না। শিশু / শিশুদের সাথে কোন প্রকার যৌন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ। শিশুর বয়স সংক্রান্ত ভুল বিশ্বাস বা ধারনা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট নয়।
- ❖ কখনও কোন অধিকারভোগী জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারী, শিশু অথবা দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করবেন না।
- ❖ শিশুদের নিয়ে কাজ করার সময় অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এমন কর্মকান্ড থেকে সর্বদা বিরত থাকবেন এবং কখনই এমন কিছু করবেন না যা শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।
- ❖ **পর্নোগ্রাফি:** নিজ নিজ কর্মস্থল সম্পূর্ণভাবে পর্নগ্রাফি (অশ্লীল ছবি, ভিডিও বা বই ইত্যাদি) মুক্ত রাখবেন। পর্নগ্রাফি দেখা বা বিতরনের জন্য কখনই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি বা প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম, যেমন ইন্টারনেট, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না। কর্মস্থল ও কর্মস্থলের বাহিরে সকল প্রকার শিশু পর্নোগ্রাফি সংক্রন্ত কারবার বা লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইউএসএস যে সকল বিষয়গুলোকে শিশুর নির্যাতন হিসেবে বিবেচনা করে তা নিম্নরূপ :

শারিরীক নির্যাতন	মানসিক নির্যাতন	যৌন হয়রানি	অবহেলা
• মারধর করা • গলাটিপে ধরা • ছ্যাঁকা দেয়া/ এসিডমারা • অগ্নিদগ্ধ করা/ ঝলসে দেয়া • মাথার চুল কেটে দেওয়া- • চড়-থাপ্পড় মারা • বাল্যবিবাহ/ শিশু	• গালাগালি দেওয়া • শরীরিক অক্ষমতা /দুর্বলতা নিয়ে রসিকতা করা • সর্বদা দোষারোপ করা • খোটা দেওয়া বা কটাক্ষ করা । • অহেতুক সন্দেহ করা	• গায়ে হাত দেওয়া • পোষাক.শরীর নিয়ে মন্তব্য করা • বাল্য বিবাহ • শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন • যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করা • যৌন বিষয়ক কৌতুক করা	▪ এটি শিশুর মৌলিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিবিৎসা. শিক্ষা এবং তত্তাবধান বা যত্ন ইত্যাদি পূরণে ব্যার্থতা, যা শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা এবং বিকাশের

বিবাহ . • শিশু শ্রম • শিশু পাচার ।	• বাবার বাড়ি যেতে না দেয়া • চাকুরীতে বা বাহিরে যেতে না দেওয়া • বাবা-মা সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলা • তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা • শিশুর কথার গুরুত্ব না দেয়া • চোখ রাঙানো • মেয়েকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা • বাল্য বিবাহ বা তালাকের শিকার হওয়া । • বিদ্যালয়ে যেতে না দেয়া ।	• মোবাইলে নগ্ন/ অশালীন ছবি পাঠানো বা দেখানো • বাজে কথা বলে, এসএমএস করা • ই-মেইল পর্নো ছবি পাঠানো • ছবি তুলে এডিট করে ইন্টারনেট বা ফেসবুকে ছেড়ে দেয়া । • ফোনে বাজো কথা বলা বা উত্যক্ত করা • প্রেমের অভিনয় করে অন্তরঙ্গ মুহুর্তেও ছবি বা ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া । • এক সংঙ্গে একাধিক ব্যক্তি দল বেঁধে একজনকে মোবাইল করা . • ছোট শিশুদের কাপড় খোলা ।	জন্য প্রয়োজন । ▪ শিশুর সময়মত গোসল না করানো, খাবার না দেয়া বা যত্ন না নেয়া । ▪ মতামতের গুরুত্ব না দেওয়া । ▪ শিশুকে সময় না দেয়া ▪ শিশুর বিনোদনের বিষয়কে গুরুত্ব না দেয়া ।

ইউএসএস এর কাজের বাইরে ব্যক্তিগত আচারণ

ইউএসএস এর কর্মী, সহযোগি, পরিদর্শক এবং ব্যবস্থাপকদের ব্যক্তিগত জীবন কি ধরণের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হবে সেই বিষয়ে ইউএসএস কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করবে না । তবে কাজের সময়ের বাইরেও কেউ যদি এই নীতিমালার পরিপন্থি কোন কাজ করেন তাহলে নীতিমালা লঙ্ঘন করেছেন বলে বিবেচিত হবেন ।

ইউএসএস কর্মী, সহযোগী, পরিদর্শক এবং ব্যবস্থাপকদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালাগুলো আত্মস্থ করে রাখতে হবে । কাজের মধ্যে ও বাইরেও তাদের আচারণ কীভাবে দেখা হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের উচ্চমাত্রায় সচেতনতা থাকা প্রয়োজন ।

শিশু সুরক্ষা নীতিমালার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং শাস্তির বিধান:

ইএসএস এবং শাখা অফিসগুলো শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ । এই নীতিমালা বাস্তবায়নে ইউএসএস এর নির্বাহী পরিচালক দায়িত্বশীল থাকবেন । শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের মান ও কর্মীর আচারণবিধি শিশু সুরক্ষার নীতিমালা অনুসরন করে সকল স্তরে পরীবিক্ষণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে । এই নীতিমালা লঙ্ঘন এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য নিন্মলিখিত শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে ;

- কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রে: শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এমনকি চাকুরিচ্যুতও হতে পারেন ।
- সহযোগী ও পরিদর্শকদের ক্ষেত্রে ঃ চুক্তি বাতিলসহ সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে পারে ।
- বিশেষ প্রয়োজনে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

পরিদর্শকসহ সকলের জন্য অবশ্য করণীয়ঃ

- শিশু অধিকারের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে তাদের প্রতি সব সময় মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আচরণ করবেন।
- সদা সতর্ক থাকবেন। শিশুদের প্রতি সংবেদনশীল থাকবেন; তাদের জন্য নির্যাতনমূলক যেকোন লক্ষণের বিষয়েও সতর্ক থাকবেন।
- সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার বিষয়টি মনে রেখে কাজ করবেন। পরিদর্শক ব্যক্তি/ দল কোন সমাজ বা জনগোষ্ঠীতে বিদ্যমান বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার বিষয়ে জানতে চাইলে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না।
- কোন শিশু নির্যাতন বা নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জানাবেন। যদি কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি দেখে আপনার কাছে মনে হয় যে কোন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে বা নির্যাতিত হচ্ছে তবে বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।
- সব সময় 'শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা'-র জন্য কাজ করবেন।
- নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধকে বিবেচনায় রাখবেন।

পরিদর্শকসহ সকলের জন্য অবশ্য বর্জনীয়ঃ

- শিশুর জন্য নির্যাতনমূলক হতে পারে বা শিশুকে নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে এমন কোন কাজ করা।
- এমন কোন ভাষা ব্যবহার করা কিংবা পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া যা অপ্রাসঙ্গিক, আক্রমণাত্মক বা নির্যাতনমূলক।
- শিশুদেরকে লজ্জা দেওয়া, অপমান বা সম্মানহানি করা অথবা কোন প্রকারের আবেগীয় নির্যাতনের উদ্দেশ্যে এমন কোন আচরণ বা ভাষা ব্যবহার করা যা তাদেরকে কষ্ট দেয়।
- শোষণ বা নির্যাতনমূলক কাজে লাগানোর জন্য শিশুদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা।
- অন্যদের থেকে দূরে নিয়ে শিশুদের সাথে একা সময় কাটানো।
- শিশুদেরকে গায়ে চেপে ধরা, চুমু দেওয়া, বুকে জড়িয়ে ধরা অথবা সমাজের প্রথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমনভাবে স্পর্শ করা।
- ধূমপান করা ও নেশাগ্রস্থ থাকা।
- শারীরিকভাবে অশোভন বা যৌন আবেদনমূলক কোন আচরণ করা।
- ব্যক্তিগত যে কাজগুলো শিশুরা নিজেরাই করতে পারে সেই কাজগুলো করে দেওয়া।
- শিশুদের কোন অবৈধ, নির্যাতনমূলক বা নিরাপদ নয় এমন আচরণ প্রশ্রয় দেয়া বা এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
- অন্য শিশুদের থেকে আলাদা করে কোন নির্দিষ্ট শিশুর প্রতি পক্ষপাত বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা।
- শিশুদের সাথে দৈহিক/যৌন সর্ম্পক তৈরি করা।
- কোন শিশুকে তার জনগোষ্ঠী থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া (শিশুর অনুমতি থাকলেও)।

- শিশুদেরকে তাদের (পরিদর্শক) সাথে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা।
- অনুমতি না নিয়েই বিভিন্ন পরিদর্শককে নিয়ে আসা।
- ইউএসএস এর কর্মীকে সাথে নিয়ে পরিদর্শন করার সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সরাসরি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে চলে যাওয়া।
- কোন শিশুকে গোপনে অর্থ/উপহার দেওয়া বা প্রলোভন দেখানো ।

পরিদর্শকদের শিশুদের ছবি/ভিডিও বিষয়ে যা করণীয়:

- ছবি তোলার আগে অবশ্যই শিশু ও তার/ তাদের পিতামাতা বা অভিভাবকের অনুমতি নেবেন।
- শিশুদেরকে মর্যাদা ও সম্মান দেয় এমন ছবি তুলতে ও ব্যবহার করতে হবে। শিশুদেরকে যেন ছবির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ বা আক্রান্ত হিসাবে উপস্থাপন না করা হয়। ছবি বা ইমেজ- এর মাধ্যমে শিশুদেরকে যেন অসহায় বা নতজানু অবস্থায় উপস্থাপন না করা ।
- ছবিতে যেন শিশুদের পরনে প্রয়োজনীয় পোষাক থাকে। ছবিতে এমন কোন অবস্থা বা পোজ দেওয়া/ নেওয়া যাবে না যেখানে শিশুদের যৌন আবেদনমূলক বলে মনে হতে পারে।
- শিশু এবং তার/তাদের পরিবারের সকল সদস্যদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয়টি রক্ষা করবেন। সেজন্য তাদের পূর্ণ সম্মতি না নিয়ে তাদের ছবিগুলো ইন্টারনেটে ব্যবহার করবেন না। ঐ শিশু বা তার/তাদের পরিবারগুলো যেন এমনভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপিত না হয় যে অন্যরা তাদের অবস্থান চিনে ফেলতে পারেন এবং তাদের গোপনীয়তা ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কোন উদ্বেগ বা সংশয় থাকলে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নিকট জানান

- ইউএসএস এর সকলকর্মী শিশু সুরক্ষা পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) এবং প্রতিবেদন (রিপোর্টিং)- এর কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। সকল পরিদর্শকদের উচিত শিশু সুরক্ষার আলোকে ও কোন সমাজের স্থানীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে কোন্‌টি সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ তা ইউএসএস এর কর্মী বা দোভাষীর কাছ থেকে জেনে নেওয়া।
- আপনি যদি মনে করেন, কোন শিশু নির্যাতিত হয়েছে বা সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তবে আপনার এই উদ্বেগের বিষয়টি দ্রুত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে জানাবেন:

আলাউদ্দিন আলী
নির্বাহী পরিচালক-
ইউএসএস- নীলফামারী
ফোন # ০১৭১২৮৭৮৩০০
E-mail: uss.nilphamari@gmail.com

মোঃ কায়কোবাদ হোসেন
সিপি ফোকাল- ইউএসএস
ফোন # ০১৭১০০৬২৮৯৩
E -mail: uss.jaldhaka@gmail.com